R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG.112

Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of our toil
NIRMAN
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ৮ই কার্ত্তিক বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
২৫শে অক্টোবর, ১৯৮৯ সাল।

সডাক মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০৲

মহকুমা শাসক কঠোর ব্যবস্থা নিলেও গোপন আঁতাতে চোরাচালান অব্যাহত

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রতিটি সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে প্রতিদিন ট্রাক ট্রাক চিনি, চাল, ঔষুধপত্র, সাইকেল এবং গরু চোরাপথে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। মহকুমা শাসক এসব চোরাচালান বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন এবং পুলিশ ও বি এস এফকে তৎপর হতে নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে মাস্তান ও কিছু ভদ্রবেশী সমাজবিরোধী নানা কৌশলে পুলিশ ও বি এস এফের সাথে গোপন আঁতাত করে এবং আইনের নানা ফাঁক ফোঁকরে আত্মগোপন করে চোরাচালান চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। চাল পাচার বন্ধ করতে মহকুমা শাসক স্থানীয় মিঞাপুর চালের বাজারে কড়া নজর রেখেছেন। তিনি মিঞাপুর বাজারের চারজন হোলসেলার চাল ব্যবসায়ীদের সাথে বাজারের সমস্ত খুচরো ব্যবসাদারদের চারটি গ্রুপ করে ট্যাগ করে দিয়েছেন। খুচরো ব্যবসাদাররা দৈনিক যে পরিমাণ চাল কেনা-বেচা করবেন তার মেমো ঐ পাইকারী ব্যবসাদাররা দেবেন। মোট কথা বাজার থেকে কত চাল খুচরো ব্যবসায়ীদের মারফৎ আমদানী বা রপ্তানী হচ্ছে তার একটা হিসাব পাইকারী (৩য় পৃষ্ঠায়)

পঞ্চায়েত সভাপতির আনুকূল্যে দোকান ঘর রুখতে মসজিদ নির্ম্মাণ !

জঙ্গিপুর : রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ গিয়াসুদ্দিনের আনুকূল্যে নবকান্তপুরে রাস্তার মোড়ে খাস জায়গায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে বলে খবর। রাধানগর থেকে সেকেন্দ্রা যাবার পথে নবকান্তপুরে পাঁচ রাস্তার মোড়ে সরকারী খাস জমিতে সেকেন্দ্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেস সদস্য দোকান ঘর নির্মাণের জন্য রাতারাতি মাটি ভরাট করলে সেটা রুখতে অপর পক্ষ থেকে একটি মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। এ ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে কিছু কংগ্রেস ও সি পি এম সদস্য একযোগে সভাপতির কাছে মসজিদ যাতে না নির্মাণ করা হয় তার দাবী জানান। কিন্তু বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে সভাপতি নাকি স্বয়ং ঐ মসজিদ নির্মাণে মদত দিতে থাকেন এবং আরো জানা যায় সভাপতিসহ কয়েকজন প্রস্তাবিত (শেষ পৃষ্ঠায়)

ম্যানেজার-কর্ম্মচারীর ঠাণ্ডা লড়াই-এ পরিকল্পনা গাড্ডায় !

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার গড়িমসিতে প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রার্থীও স্কীম চালু করতে পারছেন না বলে জানা যায়। খবর, মুর্শিদাবাদ জেলা শিল্প কেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার তাঁর মেমো নং ২২৭৫ তাং ২৯ জুন '৮৯ মারফৎ উক্ত ব্যাঙ্কের উপর গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সাবসিডি মঞ্জুর করে ডি ও লেটার দিলেও সেই ডি ও শিল্প কেন্দ্রে ফেরৎ আসে। অন্যদিকে স্থানীয় এক আদিবাসী কার্ত্তিক হাঁসদাকে হাঁস মুরগী পালন সংক্রান্ত স্বনির্ভর প্রকল্পে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাঁকে চার হাজার টাকা লোন দেবার সরকারী আদেশও ব্যাঙ্ক কার্যকরী করে না বলে অভিযোগ। এসব ঘটনায় বিব্রত হয়ে জেলার পশুপালন আধিকারিক রজতকুমার রায় তদন্তে এসে দেখেন তাঁদের মঞ্জুর করা (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেস হওয়ার অপরাধে বলরামবাটী উপেক্ষিত

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ২২। তারমধ্যে মনিগ্রাম দক্ষিণ নির্বাচন ক্ষেত্র বলরামবাটীর দু'জন সদস্যই কংগ্রেস দলের। গ্রামের মানুষ কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার অপরাধে, সি পি এম পরিচালিত পঞ্চায়েত বোর্ড সমস্ত রকম উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে উক্ত এলাকাকে বাদ দিয়ে চলেছেন প্রথম দিন থেকেই—এ অভিযোগ দুই কংগ্রেস সদস্যের। খবর, গত ১৬ জুন মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সভায় জহর রোজগার যোজনার ৮৯,০০০ টাকা খরচের যে কর্মসূচী রূপায়িত হয় তাতেও ঐ গ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদ করলে সমস্ত সি পি এম সদস্য দুই (শেষ পৃষ্ঠায়)

পরিচালন কমিটি দখলে নগ্ন ক্ষমতা প্রয়োগ

জঙ্গিপুর : স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি দখল করতে না পেরে সি পি এম ক্ষমতার চাপ প্রয়োগ করে নির্বাচিত সম্পাদককে পদত্যাগ করাতে বাধ্য করালেন বলে খবর। উল্লেখ্য, উক্ত নির্বাচক কমিটির অভিভাবক প্রতিনিধির চারটি পদ সি পি এম দখল করতে পারায় পরিচালন (শেষ পৃষ্ঠায়)

জাতীয় সড়কের বসে যাওয়া জায়গায় লাক্সারী বাস পাল্টি খেল

আহিরণ : গত ২১ অক্টোবর সকালে কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি যাবার পথে গদাইপুরের কাছে একটি লাক্সারী বাস (ডব্লু বি ইউ ২৫৫৪১) রাস্তার নীচে জলে পড়ে যায়। ৪০ জন যাত্রী অল্পবিস্তর আহত হলেও কোন মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। আহতদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পরিষ্কার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৯৬ সাল

প্রাক-নির্বাচনী-কথা

দামামা বেশ কিছুদিন পূর্বেই বাজিয়াছে। হলদিয়া পেট্রোকেম-এর শিলান্যাস-পর্ব অতি তড়িঘড়ি হইয়া গেল। পক্ষ ও বিপক্ষ হতভম্ব। এমন একটা 'ষ্টান্ট'-এর জন্য ঝানু ঝানু রাজনীতিকরা প্রস্তুত ছিলেন না। আর সেই 'ষ্টান্ট' হইতেছে আগামী নভেম্বর মাসের ২২ তারিখ হইতে লোকসভার নির্বাচনী ঘোষণা। যাহা হউক, বিপক্ষ শিবির সাময়িক রসদপত্র সংগ্রহ ঠিকমত করিবার পূর্বেই যুদ্ধের আহ্বান। সুতরাং কিছুটা অপ্রস্তুত হইবারই কথা।

এখন শুরু হইয়াছে মনোনয়নপত্র দাখিলের পালা। অর্থাৎ যোদ্ধকুল সমাবেশ পর্ব। কেন্দ্রীয় শাসক দলে যোদ্ধা হিসাবে রণক্ষেত্রে দাঁড়াইবার জন্য রীতিমত হুড়াহুড়ি ও ধরণার পালা চলিয়াছে। 'রহমত'-এর 'রহম' যাচঞা করিতে প্রত্যেকেই উন্মুখ। কিন্তু 'সাঁইবাবা' যে কাহার দিকে কৃপাদৃষ্টি দিবেন, তাহা অনেকেরই অজানা। অথচ প্রত্যেকেই আপন যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। যেমনটি রাজকুমারীর স্বয়ম্বর সভায় সমবেত পাণি-প্রার্থীরা নিজেদের ভাবেন, এক্ষেত্রেও হয়ত তাই। কংগ্রেস (ই) দল কর্তৃক একে একে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হইতেছে।

অপরপক্ষে বিরোধী শিবিরে প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়াছে। প্রস্তুতি একটু অসুবিধা-জনক অসুবিধার মধ্য দিয়েই চলিয়াছে। বিভিন্ন বিরোধী দল ঠিকমত জোটবদ্ধ হইতে পারিতেছে না। একটি অকংগ্রেসী দল অন্য অকংগ্রেসী দলের সম্পর্কে অচ্ছুৎ মনোভাব পোষণ করিতেছে। সুতরাং আসন্ন নির্বাচনী সংগ্রামে বিরোধী যোদ্ধাদের স্বমহিমায় যুদ্ধ করিতে হইবে অনেক ক্ষেত্রেই। ইহাতে সামগ্রিক শক্তি কিছুটা কমিয়া যাওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য এখনও সময় আছে। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করিবার সময় এক যোদ্ধা অপর যোদ্ধার অনুকূলে সৈন্য পরিচালনা করিবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে যোদ্ধায় তকমা অপরজনকে দিলেই চলিবে।

এই রাজ্যের রাজনীতিতে একাধিক বৈঠক আরম্ভ হইয়াছে। বিরোধী অর্থাৎ অকংগ্রেসী শিবিরেই এই তৎপরতা। বামফ্রন্ট এর শরিক দলগুলি আপন আপন দলের প্রার্থী সংখ্যা নির্দ্ধারণ করিতে এবং সহমত হইতে বৈঠক করিতেছে। সন্দেহ নাই যে, সি পি এম দল অন্যান্য বামদল অপেক্ষা অনেক বেশী দাবী করিবে। আর তাহা নিশ্চয়ই শরিক দলগুলির মনঃপুত হইবে না। কিন্তু সি পি এম এই রাজ্যে এখন এমন স্তরে রহিয়াছে যে, সে দাবী নস্যাৎ করিবার ক্ষমতা অন্য শরিক দলগুলির নাই। ফলতঃ বড় দলকে তুষ্ট রাখিয়া বা অনুনয় করিয়া যাহা পাওয়া যায়, তাহা লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। অবশ্য ইহা ঠিক যে, জিদের বশে নিজ দলের প্রার্থী কোন কেন্দ্রে না দিয়া সেই কেন্দ্রে কোন্ দলের প্রার্থীর প্রভাব আছে, তাহা নিশ্চয়ই যাচাই করিয়া প্রার্থী দেওয়া হইবে।

কংগ্রেস (ই) দল হইতে এই রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হইয়াছে। এই দলটির অভ্যন্তরীণ মনকষাকষি তথা অন্তর্বিরোধ সর্বজনবিদিত। সুতরাং দলীয় শক্তি যে অনেকাংশে কমিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুদৃঢ় নেতৃত্ব না থাকিলে যাহা হয়, তাহাই হইতেছে। দলের মধ্যে এখনও যদি চেতনা না জাগে, এখনও যদি কিছুদিন পূর্বের মত নিষ্ঠীবন-নিক্ষেপ অব্যাহত থাকে, এখনও যদি মুখে সক্রিয়তা কর্মে নিষ্ক্রিয়তা চলে, তবে এই লোকসভা নির্বাচনে সামিল যোদ্ধবৃন্দের বহুজনেরই ভরাডুবি ঘটিবে আর মূল শিবিরে তাহার প্রভাব অনিবার্যভাবে পড়িবে। সেই দুর্ভাগ্যের দিন যেন না আসে, ইহা এই দলের সমর্থকেরা অবশ্যই কামনা করিবেন।

কাকে ভোট দেবো কেনই বা দেবো

সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্বাচন কমিশনার লোকসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করলেন। নভেম্বরের ২২ ও ২৪ ভেবেচিন্তে দিতে হবে ভোট। জনগণকে নির্বাচিত করতে হবে পরবর্ত্তী শাসন কর্তৃপক্ষকে। সব থেকে দুরূহ এ কাজ। চিন্তা করতে হবে কোন দলকে ভোট দেবো, কেনই বা দেবো। দেশ স্বাধীন হবার পর কেটে গেছে ৪২টা বছর। মাঝে মাত্র একবার কয়েক মাসের জন্য জনতা পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া সব কটি বছরই কেটেছে কংগ্রেসী শাসনে। তারমধ্যে ধীরে ধীরে বংশানুগতিক শাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের মতই গণতন্ত্রের আবরণে আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জহরলালের পর ইন্দিরা এবং সঞ্জয়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায় ইন্দিরার পর রাজীব ভারতের শাসন কর্তৃত্বে আসীন হয়েছেন। এরই মধ্যে দৃঢ় হয়েছে ধনিকতন্ত্রবাদের শিকড় ভারতীয় অর্থনীতিতে। যদিও মার্ক্সবাদী বিরোধী পক্ষরা বাংলা ও কেরলে শাসন কর্তৃত্ব হস্তগত করেছে তবুও তাঁরা সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব বা মার্কসীয় অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা করতে কোন রাজ্যেই সম্ভব করে তুলতে পারেননি, পারা সম্ভবও নয়। ফলশ্রুতি সর্বহারা শ্রেণীর লাল রঙও ফিকে হয়ে নেতাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কমুনিষ্টরা আজ কনজিউমারিষ্ট হয়ে ভোগের নেশায় দিকবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ভোগসর্বস্ব জীবনস্রোতে ভেসে চলেছেন। ভোগের বাসনা একবার চেগে উঠলে তার থেকে কারও নিস্তার নেই। এই বাসনা সকল প্রকার আদর্শেরই শত্রু। যার ফলে জাতীয় সংহতি, সাম্যবাদ, সমাজবাদ সবই ভোগবাদের বন্যায় ভেসে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মার্ক্সবাদী নেতাদেরও ভোগবাদীরূপে নতুন রূপ গ্রহণে বাধ্য করেছে। ফলে আদর্শের বুলি মুখে কপচালেও আদর্শের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ নেতারা হারিয়ে ফেলেছেন। অর্থলোভে নিজেকে, নিজের ছেলে মেয়েকে, আত্মীয় স্বজনকে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখার লড়াইয়ে মেতে উঠেছেন দেশের সব দলের প্রতিনিধিরাই। তাই চতুর্দিকে বফর্স কেলেঙ্কারী, বেঙ্গল ল্যাম্প কেলেঙ্কারী, ট্রেজারী কেলেঙ্কারীর মত ঘটনা ঘটেই চলেছে। যাতে জড়িয়ে পড়েছেন দেশের সর্বোচ্চ কংগ্রেস, অকংগ্রেস এমন কি মার্ক্সবাদী নেতারাও। যেমন করে হোক ক্ষমতা করায়ত্ত করাই এখন আদর্শ। ইংরেজ আমলে রাজ্য শাসনে তাঁরা নীতি নিয়েছিলেন 'Divide and rule', আর এখন কী কেন্দ্রীয় সরকার, কী রাজ্য সরকার, কী কংগ্রেস দল, কী অকংগ্রেসী দল, এমন কি মার্ক্সবাদী দলগুলিও রাজ্য শাসনে ও দলীয় কর্তৃত্ব রক্ষায় নীতি নিয়েছেন 'corrupt and rule'। সে অবস্থায় স্বভাবতই দলবদ্ধ গুণ্ডামী ও 'মাসল পাওয়ার' এর প্রভাব বেড়ে চলেছে। এই গুণ্ডাজমে প্রয়োগ করে বিরোধী প্রভাবকে হঠিয়ে রাখা হচ্ছে। ভয় দেখিয়ে প্রতিবাদী মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দিতে সকলেই চাইছেন। এখন যা অবস্থা তাতে যার হাতে বা যে দলের হাতে গুণ্ডা নেই তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। এই সমাজে তাই বর্তমানে মাস্তানের প্রয়োজন একটা Social necessity। এই গুণ্ডাইজমের মাঝখানে (Surrounding) গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার প্রয়োগ করা সম্ভব কিনা সেটাই তো এক বিচার্য্য বিষয়। তারপরে চিন্তা কাকে নির্বাচিত করবার জন্য আমার পবিত্র অধিকার প্রয়োগ করবো? এরপরও রয়েছে বাধা, আমি আমার অধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবো কিনা? কারণ, যে 'মাসল পাওয়ার' আজ সব দলেরই করায়ত্ত, তারা তো বুথ দখল করে হয় ভয় ভীতির মাধ্যমে আমার বিরোধীতাকে (৩য় পৃষ্ঠায়)

লোক-সংস্কৃতি উৎসব

রঘুনাথগঞ্জ ঃ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এবং পঞ্চায়েত সমিতির সহযোগিতায় গত ১৭ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন লোক শিল্পীদের নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলা সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। জেলা সদর-গামী পদযাত্রীর একটি লোক শিল্পী দল গত ১৮ অক্টোবর এখানে এলে তাঁদেরকে শ্রীকান্ত বাটী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অভ্যর্থনা জানানো হয়। এরপর এক বর্ণাঢ্য মিছিল শহর পরি-ক্রমা করে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আসে। বিকেলে সদরঘাটে লোক শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৈচিত্র্যপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুরপিতা পরমেশ পাণ্ডে। পরিবেশিত হয় স্থানীয় এবং জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোক শিল্পীদের বাউল গান, পাতার বাঁশী বাদন, মুসলিম বিয়ের গান, চাঁই সমাজের বিয়ের গান, মনসা গান এবং কবি গান। এ ছাড়া শহরের কয়েকটি আবৃত্তি অনুশীলন সংস্থার সদস্যবৃন্দ এবং এপার-ওপারের গণ-নাট্য সংস্থার সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে আবৃত্তি এবং গণসংগীত পরিবেশন করেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঃ বঃ লোক সঙ্গীত পর্ষদের সভাপতি এবং বিশিষ্ট বক্তা সুধী প্রধান। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে গণ-চেতনা গড়ে তুলতে লোক শিল্পীদের ভূমিকা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে আলোচনা করেন সুধী প্রধান এবং স্থানীয় শিক্ষক ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাকে ভোট দেবো

(২য় পাতার পর)

সমর্থনে পরিণত করবে, না হয় আমাকে অধিকার প্রয়োগের সুযোগই দেবে না, তবে কি আমরা ভোট দেবো না, না সেটাও ঠিক পন্থা নয়। সে কারণে চাণক্যনীতি অবলম্বন করে 'মনসা চিন্তিতং কর্ম বচসা ন প্রকাশয়েৎ' হতে হবে এবং খুব ঠাণ্ডা মাথায় সৎ ও সুবিবেচক প্রার্থীকেই ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য স্বঅধিকার প্রয়োগ করতে হবে। তাতে হয়তো এই মুহূর্ত্তেই আমরা জয়ী হতে পারবো না; তবে এই ভাবেই আত্মপ্রত্যয় অর্জিত হবে, আমার মধ্যে মনুষ্যত্ব, ব্যক্তিত্ব জাগ্রত হবে, সেই চেতনাবোধ সঞ্চারিত হবে বহুর মধ্যে। একলা চলার সাহস অর্জন করে 'অভী' হতে হবে। ব্যক্তির জাগরণেই আজ সমাজকে জাগাতে পারে। মানুষ যূথবদ্ধ পশুপাল নয়। মানুষ—মানুষ। তাই একথা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয় যে আমার নেতা যা বলবেন, যা করবেন তা অন্যায় হলেও, সমাজের ক্ষতিকারক হলেও মেনে চলতে হবে। ঋষি টলষ্টয়, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র এঁরা সত্যকে স্বীকার করে নিয়ে অসত্যর মোকাবিলার শক্তি দেখিয়ে গেছেন, তাঁদের চারিত্রিক দৃঢ়তাকে সামনে রেখে আজ দুর্নীতি পরায়ণ, ভোগবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে একাই গর্জে উঠতে হবে।

চোরাচালান অব্যাহত

(১ম পাতার পর)

ব্যবসাদারদের খাতাপত্রে থাকবে কোথায় কতটা চাল দৈনিক চালান যাচ্ছে তা জানা যাবে এবং সরকারী রেভিনিউ ঠিকমত আদায় হবে। মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে চাল ব্যবসায়ীরা পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে হরতাল চালাচ্ছিলেন তা তুলে নেওয়া হয়েছে। মহকুমা শাসকের আদেশ মতো প্রতিটি ব্লকের খুচরো ব্যবসায়ীদের চালের লাইসেন্সও দেওয়া হচ্ছে। অপরদিকে ধুলিয়ানের চার-জন হোলসেল চাল ব্যবসায়ী ইউনিক ট্রেডার্স'. সীতারাম আগরওয়ালা, চারুচন্দ্র সাহা, জুবায়েদ সেখ জানাচ্ছেন—তাঁরা প্রায় দু'বছর থেকে বেকার হয়ে রয়েছেন। সরকারী লাইসেন্স ও পারমিট নিয়ে বীরভূম থেকে চাল এনে বিক্রি করতে গিয়ে স্থানীয় বাজারে দরের তারতম্যে মার খাচ্ছেন। কেন না খুচরো ব্যবসায়ীরা দলবদ্ধভাবে মিঞাপুর বাজার ছাড়াও গাঙ্গাড্ডা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে ষ্ট্যাক্স-বিহীন চাল আমদানী করে কম দরে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করছেন। ফলে প্রতি-যোগিতায় তাঁরা পেরে উঠছেন না। তার উপর ঐসব চালের অধিকাংশ চোরা পথে বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলেও তাঁরা অভি-যোগ করেন। অরঙ্গাবাদ নিমতিতা বর্ডার বর্তমানে চিনি পাচারের স্বর্গরাজ্য। এখানে সাঁইথিয়া, কলকাতা ও দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রাক ট্রাক চিনি আসছে ও বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে বলে জানা যায়। ১০ কুইন্টাল পর্যন্ত চিনি কেনাবেচায় কোন লাইসেন্স লাগে না। শুধু একটা ট্রেড লাইসেন্স থাকলেই হবে। আইনের এই সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন নামে ক্যাশ মেমো কাটিয়ে সাঁইথিয়া, মালদহ ও কলকাতা থেকে একদল ধনী ব্যবসায়ী অরঙ্গাবাদে চিনি আমদানী করছেন। যা পরে গোপন আঁতাতে চোরাপথে বাংলাদেশ চলে যাচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলা থেকেও বর্তমানে ট্রাক ট্রাক চিনি পাচার হচ্ছে বাংলা-দেশে। যার দায়িত্বে রয়েছেন বেশ কিছু ব্যবসাদার ও রাজনৈতিক দলের নেতা এ অভিযোগ সমস্ত অঞ্চলের গ্রামবাসীদের। মহকুমা শাসক মালদার ডি এমকে জানিয়ে-ছেন—চিনি খরিদের ক্যাশ মেমোতে যেন ক্রেতার নাম, তাঁর বাবার নাম এবং ঠিকানা পরিষ্কার লেখা থাকে। সম্প্রতি অরঙ্গাবাদে জনৈক নাজিমুদ্দিনের নামে কেনা প্রচুর চিনি আটক করলে দেখা যায় তার কোন বৈধ লাইসেন্স নেই। তদন্তকালে মহাজনদার-পাড়ার এক গোপন আস্তানা থেকে ৩৬ কুইন্টাল চিনি উদ্ধার করা হয়। দেখা যাচ্ছে চোরাচালান বন্ধে জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের শুভ প্রচেষ্টার অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুলিশ ও বি এস এফের সঙ্গে এক শ্রেণীর চোরা কারবারীদের অশুভ আঁতাতের ফলে সরকারী প্রচেষ্টার ভরাডুবি হচ্ছে।

NTPC
নেশনল থর্মল পাবর কারপোরেশন

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742 236

Corrigendum To The N. I. T. Nos. FS : 42 : CS : 1133/T-88/89 & FS : 42 : CS : 1134/T-89/89

SALE OF TENDER DOCUMENTS IS BEING EXTENDED FROM 21-10-89 TO 4-11-89 AND THE O. B, D. WILL BE ON 6-11-89 AT 3-00 P. M. & 3-30 P. M, RESPECTIVELY.

ALL OTHER TERMS AND CONDITIONS WILL REMAIN UNALTERED.

Dy. Manager (Contracts)

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা মারা গেলেন

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২১ অক্টোবর কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম মোল্লা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। খবর, ১৬ অক্টোবর গলায় অস্ত্রোপচারের জন্য তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২১ অক্টোবর সকালে অস্ত্রোপচার ভালভাবে হলেও সন্ধ্যায় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। প্রয়াত মোল্লা প্রথম কর্মজীবনে অরঙ্গাবাদ ও জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যাপনার সময় আমাদের পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমরা একজন প্রিয় বন্ধুকে হারালাম। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে যান। তাঁর প্রিয়জনদের সঙ্গে আমরাও শোকাহত।

মসজিদ নির্ম্মাণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মসজিদ চত্বরে নামাজ পেড়ে মসজিদ উদ্বোধন করেন। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা সাম্প্রদাদিক সম্প্রীতি যাতে নষ্ট না হয় তার জন্য মহকুমা প্রশাসকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান—প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া মন্দির বা মসজিদ প্রভৃতি নির্মাণ করা বেআইনী। তাই এ ব্যাপারেও তদন্ত হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা অবশ্যই নেওয়া হবে।

বলরামবাটী উপেক্ষিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেস সদস্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে অশালীন কথাবার্ত্তা বলেন। ফলে সদস্যদ্বয় সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। পরবর্তীতে আবার সভা ডাকা হলে এবং সেই সভাতেও ওই গ্রামের জন্য কোন টাকা বরাদ্দ না করার প্রতিবাদে কংগ্রেস সদস্য দু'জন সভায় অংশগ্রহণে আপত্তি জানিয়ে কার্য্যবিবরণীতে স্বাক্ষর না করেই সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন পঞ্চায়েত, সরকারী প্রয়োজনীয় নির্দেশকেও অবহেলা করে কাজ করছেন। বলরামবাটী এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯০% তপশীলি জাতি এবং উপজাতি থাকা সত্বেও সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করে ওই এলাকায় কোন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করছেন না মনিগ্রাম পঞ্চায়েত। বলরামবাটীর প্রতি এই বিমাতৃসুলভ আচরণ নগ্ন দলবাজীর এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলে কংগ্রেস সদস্যদ্বয় মনে করেন এবং উর্দ্ধতন প্রশাসনিক কর্তাদের কাছে লিখিতভাবে সব কিছু জানিয়েছেন।

বোমার আঘাতে কিশোরীর মৃত্যু

আহিরণ : সুতী থানার হারোয়া গ্রামে আজারুল সেখের মেয়ে রজিনা খাতুন (৮) গত ১৯ অক্টোবর বিকেলে বোমা ফেটে মারা যায়। গ্রামের জনৈক সাজ্জাদ সেখ অভিযোগ করেন কিছু সি পি এম সমর্থক আজারুলের বাড়ীতে হামলা করলে বোমার আঘাতে কিশোরী রজিনা মারা যায়। পুলিশের সন্দেহ, উনুনের মধ্যে বোমাগুলো লুকিয়ে রাখা হয়। কোন কারণে সেগুলির মধ্যে কোনটি ফেটে যাওয়ায় দুর্ঘটনা ঘটে। এ ব্যাপারে দু'পক্ষের ১৫ জন আসামীর মধ্যে পুলিশ ৬ জনকে গ্রেপ্তার করে।

সাজুর মোড়ে খুন

অরঙ্গাবাদ : গত ২০ অক্টোবর বেলা ২.৩০টা নাগাদ সুতী থানার সাজুর মোড়ের কাছে মহাতাবপুরের ফজলুল হককে কাশিমনগর গ্রামের আইনাল সেখ হাঁসুয়া দিয়ে আঘাত করে। ঘটনাস্থলে ফজলুল মারা যান। খবর, সামসুদ্দিন সেখের সাইকেলে চেপে ফজলুল বাড়ি ফেরার পথে এই ঘটনা ঘটে। গ্রাম্য দলাদলি এই খুনের কারণ বলে পুলিশের সন্দেহ।

পরিকল্পনা গাড্ডায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

স্কীম পাওয়া সত্বেও ব্যাঙ্ক কোন প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করেননি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর মধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই চলছে, তারই ফলশ্রুতিতে এইসব অঘটন ঘটছে।

নগ্ন ক্ষমতা প্রয়োগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কমিটি তাঁদের হাতে আসছে বলে নিশ্চিন্ত ছিলেন। কিন্তু শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের চারজন প্রতিনিধি গতবারের সম্পাদক সি পি এমের পবিত্র ধরের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে সমর্থন করতে নারাজ হন। প্রধান শিক্ষকও ওই চারজনের সঙ্গে একমত হয়ে হিমাংশু রায়কে সম্পাদক পদে নির্বাচিত করতে চান। ব্যাপার দেখে সরকার মনোনীত প্রতিনিধি ভোট দানে বিরত থাকেন। ফলতঃ ৪/৫ ভোটে হিমাংশু রায় নির্বাচিত হন। সি পি এম নেতৃত্ব এ ঘটনায় নিজেদের অপমানিত বোধ করেন ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে হিমাংশু রায়ের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করান। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে প্রধান শিক্ষক এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগে সরকারী আদেশ চেয়েছেন বলে জানা যায়।

মাঠে গলিত মৃতদেহ উদ্ধার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২২ অক্টোঃ সকালে স্থানীয় থানার সিদ্ধিকালী গ্রামের মাঠ থেকে পুলিশ দুটি গলিত মৃতদেহ উদ্ধার করে। ট্রাকের ড্রাইভার ও খালাসীকে কয়েক দিন পূর্বে গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে হত্যা করে এখানে ফেলে দেওয়া হয় বলে সন্দেহ। পুলিশ তদন্ত চালাচ্ছে।

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

টোটন হোমিও ফার্ম্মেসী

ইকোনোমিক কোম্পানীর পোটেন্সী, এম, ভট্টাচার্য্য এণ্ড কোম্পানীর মাদার টিংচার এবং বিশ্বস্ত কোম্পানীর যাবতীয় পেটেন্ট ও বায়োকেমিক ট্যাবলেট বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

(মুক্তা বুক সেন্টারের সামনে)

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটায় বাসোপযোগী ২৪ কাঠা জায়গা ৯টি প্লটে বিক্রী হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা
কিরণপ্রকাশ মুখার্জী (চাঁদু)
রঘুনাথগঞ্জ বালিঘাটা
হিমাংশু দাস
রঘুনাথগঞ্জ হরিদাসনগর
পরমেশ পাণ্ডে/রঘুনাথগঞ্জ

বাস পাল্‌টি খেল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

দেওয়াহয় ঘটনাস্থল ৩৪নং জাতীয় সড়কের যে অংশটি প্রতি বছরের মত এবছরও বসে গিয়েছে সেই জায়গাটি। এ সম্বন্ধে গত ৪ অক্টোবর আমাদের পত্রিকায় এই ১০০ গজ বিপজ্জনক জাতীয় সড়কে একটি সেতু বানিয়ে দিতে অনুরোধ জানানো হয়। এই ১০০ গজ জায়গা প্রতি বছর বসে যায় এবং সংস্কার হয়। বর্তমানে বসে যাওয়া জায়গাটি অতিক্রম করতে বাস বা ট্রাক চালককে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। ওখানে ব্রেক ফেল করলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী। লাক্সারীটির ক্ষেত্রেও সেই ঘটনাই ঘটেছে।

বিশেষ বিজ্ঞাপ্ত

এতদ্দ্বারা জনসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, থানা রঘুনাথগঞ্জ, মৌজা জঙ্গীপুর ৫নং বালিঘাটায় অবস্থিত ২৪২ শতক জমির অন্তর্ভুক্ত দুইটি বড় পুকুর (জলকর) লীজ দেওয়া হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ অবিলম্বে ইহার মালিক শ্রীমতী মৌসুমী চৌধুরীর সহিত নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

শ্রীমতী মৌসুমী চৌধুরী (দোলন)
C/o. শ্রীঅহীন্দ্রনাথ চৌধুরী
৬নং মুখার্জীপাড়া লেন
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১

'সময় চলিয়া যায়
নদীর স্রোতের প্রায়।'

সময়কে ধরা যায় না, কিন্তু নিঁখুত সময় পাওয়া যায় উচ্চমানের ঘড়ি থেকে। H. M. T. ঘড়ি দীর্ঘদিন ধরে নিঁখুত সময়ের অতন্দ্র প্রহরী।

★

মহকুমায় H. M. T. ঘড়ির একমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতা

সাহা ওয়াচ কোং
ফুলতলা, রঘুনাথগঞ্জ

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।